দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 2 1 2000

তারিখ ... ... MAR. 2 0 2000

পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৮ ......

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর ॥ ১৩ প্রকল্পে ১৪০ কোটি টাকার দুর্নীতি

ইলিয়াস খান

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নে গত ১০ বছরে ১৪০ কোটি ১ লাখ টাকার আর্থিক দুর্নীতি ও অনিয়ম ধরা পড়েছে। জাতীয় সংসদের অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির তদন্তে এই দুর্নীতি উদঘাটিত হয়। কমিটির প্রতিবেদনে দেখা যায়, '৯০'র দশকের শুরুতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর দেশব্যাপী কলেজ ও স্কুলের শিক্ষার মানসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে। সব প্রকল্পের মেয়াদই চলতি বছরের জুন মাসে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু অধিকাংশ প্রকল্পের কাজই এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি। কাজ শেষ না হলেও প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের সিংহভাগ খরচ হয়ে গেছে। যেমন ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ কর্তৃক ৩৬৫টি কলেজের ভবন নির্মাণ বাবদ সমুদয় অর্থ ব্যয় করলেও বেসরকারী কলেজ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, কোন কলেজের ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়নি। যে সকল কলেজের ভবন আংশিক নির্মাণ করা হয়েছে তার কোনটিও সন্তোষজনক নয়। কোনটির ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। কোনটির ফ্লোর ফেটে অকেজো হয়েছে। কোনটির দেয়াল ভাঙ্গা ইত্যাদি। আরেকটি প্রকল্পে দেখা যায় ল্যাব তৈরির ভৌত কাঠামোর কাজ শূন্য। কিন্তু আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। এভাবে প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে বিরাট অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে।

অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে, নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পে ৫০ কোটি টাকা, নির্বাচিত কলেজসমূহের উন্নয়নে (সরকারী ও বেসরকারী) ১৫ কোটি টাকা, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সরকারী ও বেসরকারী) উন্নয়ন প্রকল্পে ২২ কোটি টাকা, ১৬টি সরকারী কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের উন্নয়নে ৫ কোটি, নির্বাচিত সরকারী কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালুকরণ ও শিক্ষা প্রশিক্ষণে ২ কোটি ৩৮ লাখ, নতুনভাবে জাতীয়করণকৃত সরকারী মহিলা কলেজসমূহের উন্নয়নে ২ কোটি ৫০ লাখ, সাধারণ শিক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ মেধাবৃত্তি প্রকল্পে ১ কোটি, নির্বাচিত ৩৬৫টি বেসরকারী কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পে ২৫ কোটি, বৃহত্তর সিলেট, ফরিদপুর এবং উত্তরবঙ্গের কোন উপযুক্ত স্থানে ১টি করে ৩টি সরকারী টিটিসি স্থাপন ও উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ২১ লাখ, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সদরে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ প্রতিষ্ঠায় ২ কোটি, নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডবল শিফট চালুকরণ ও সম্প্রসারণ (সরকারী ও বেসরকারী) প্রকল্পে ৫ কোটি এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য পুরনো জেলা সদরে অবস্থিত সরকারী কলেজের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে ১০ কোটি টাকা। এসব টাকা মূলত নানা কৌশলে হাতিয়ে নেয়া হয়। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির আগামী সভায় এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে। বিভিন্ন প্রকল্পের দুর্নীতি নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (পরিকল্পনা) লুৎফর রহমান বলেন, অধিদফতরের কোন কাজই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া হয় না। কাজেই এ ক্ষেত্রে দুর্নীতির অবকাশ নেই। তবে কিছু যদি হয়ে থাকে তা মন্ত্রণালয়ই জবাব দিবে অধিদফতর নয়। ফ্যাসিলিটিজের কাজের দুর্নীতি নিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আব্দুল মান্নানের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলে জানা যায় তিনি অসুস্থ। সম্প্রতি তিনি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা করিয়ে এসেছেন। এ জন্য তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের প্রকল্পের নানা দুর্নীতি নিয়ে সাবেক মহাপরিচালক (সদ্য তিনি পিএসসি'র সদস্য হয়েছেন) অধ্যাপিকা নাইয়ার সুলতানা বলেন, আমি কাগজপত্র না দেখে কিছু বলতে পারব না।